বৈকালিকের পত্রিকা
১৪১৯

সূচীপত্র

ছাত্র ইঞ্জিনিয়ার	অধ্যাপক সুমন চক্রবর্ত্তী	৫
আমারি বাংলাভাষা	সৌম্য মাইতি	৬
রামায়ন	ভল্লা	৭
মুক্তমানস	সাহানা দাস ভট্টাচার্য	১৫
ভোর	শতরূপা ব্যানার্জী	১৬
পাগলী তোর সঙ্গে	শিতাংশু শেখর চক্রবর্তী	১৭
কিছু কবিতা	জিৎ মুখার্জ্জী	১৮
শান্তি	অনীশ কুন্ডু	১৯
অর্ধবৃত্ত	ত্রিদিব কুমার মণ্ডল	২০
আমি	হযবরল	২১
চন্দ্রকেতুগড়	গান্ধী	২৩
সম্পূর্ণতা	বরুণ সাহা	৩২
রাত-জাগা রাত	সৌম্য মাইতি	৩৪
পরিবর্তন	অধ্যাপক ঝাড়েশ্বর মাইতি	৩৫
সুন্দর তোর জন্য আমি	ইসাবেলা মুবারক	৩৭
অপেক্ষা	বসুদত্তা সরকার	৩৮
বিপ্লব	অন্বেষা সেনগুপ্ত	৩৯
স্বপ্নভেলা	শ্রী জানকী নাথ মাইতি	৪০
নিঃসঙ্গ	শ্রী জানকীনাথ মাইতি	৪১
আলোর খবর	অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ	৪৩
"সব চরিত্র কাল্পনিক"	অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ	৪৬
হবে করোটিতে গ্রন্থিল-সমাচার	সত্যব্রত আচার্য	৪৮
বাড়ি	শুভ্রকান্তি চক্রবর্ত্তী	৪৯
বৃষ্টিভেজা কান্না- কথা	নীলরং	৫০
চোর-কুঠুরি	সায়ন চ্যাটার্জী	৫২
গভীর ঘুমে ক্যামন করে বেড়ে চলেছে মহাকাল!	সত্যব্রত আচার্য	৫৩
শিল্পস্রষ্টা প্রফুল্লচন্দ্র	অধ্যাপক দামোদর মাইতি	৫৪

" সব চরিত্র কাল্পনিক"

অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ

এক গভীর রাত্রে সীমানার প্রান্তে
আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন
এক অভূতপূর্ব অনুভূতি দেবার জন্য।
তেপান্তরে নদী তীরে সহসা আপনার উদ্দাম হয়ে ওঠা,
হাত ধরে টানতে টানতে দূরে এক টিলার উপর
নিয়ে তুললেন আমায়।
পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় টিলার ওপর আপনার ছায়া,
তার পাশে আমার,
আপনার হৃদপিন্ডের দ্রুততালের সাথে সঙ্গত করছিল
আপনার অস্বাভাবিক নিঃশ্বাস,
ঝিরঝিরে হাওয়ায় আপনার মুক্ত চুলেরা
খেলা করছিল মুখের ওপর।

চারদিক নিঃঝুম ছিল, এক চরম, ব্যাপ্ত, সম্পূর্ণ নৈঃশব্দ্য,
এমন নৈঃশব্দ্য, যাতে যেসব শব্দদের কখনো শোনা যায় না
তারা সূক্ষ্ম আন্দোলন ফেলছিল অনুভূতিতে।
চারদিকে বিস্তৃত শূন্যতা ছিল, যোজন যোজন ব্যাপী সীমানাহীন নাস্তি,
সেই গভীরতম সীমানাহীনতায় যেসব অনুভূতিরা সাধারণত মুক্ত থাকে
তারা কেমন বাঁধা পড়ে যাচ্ছিল।
অনেক দূরে এঁকেবেঁকে একটা দূরপাল্লার রেলগাড়ী দেখা গেল,
নদীর ওপর দূরে দূরে এক একটা নৌকো,
আবছা অন্ধকারের বুকে কাটা কাটা আলোর হারিয়ে যাওয়া।
আপনি বলেছিলেন, "এই রেলগাড়ী, নৌকো,
আর আজকের এই অভিজ্ঞতা
আমি চিরকাল বুকের গভীরে সঞ্চিত রাখব সযত্নে"।

এ কথার সত্যতা বা এ আপাত গল্পের পরিণতি নিয়ে
প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়।
রাতের পর রাত অন্তহীন কথায়

যখন গল্প এগিয়েছিলেন তখনই
এ অসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর ছিল।
আপনারই ভাষায়, - "আমাদের জীবনটা যেন
রেলগাড়ী বা নৌকো,
কিছুটা সময় পাশাপাশি থেকে,
বেঁকে দূরে চলে যাওয়া।"

তবু এক অপ্রতিরোধ্য অনিবার্যতায়
খরস্রোতা নদীটি তার গুহ্য তাগিদে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে
সব কিছু নিজের গর্ভে টেনে নেয়
শুষে নেয় মাটির সমস্ত স্নেহ, সঙ্গ ও শান্তি।

মানুষের আনন্দঘন ও অসুস্থ অবস্থা,
মুক্তিহীনতা, বন্ধনহীনতা, একাকীত্বের নিবৃত্তি,
এক মুহূর্তে পূর্ণ জীবনের প্রাপ্তি,
জীবনব্যাপী ছিন্ন মুহূর্তের সারি,
আকাশের এক একটি তারা,
আসলে এক একটি ছোটো কবিতা।